গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৬১৭

তারিখঃ ২৩/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ দুপুর ৫.০০ মিনিট।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

অতিবৃষ্টি/পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি:

মৌলভীবাজার:

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ২৬টি স্থানে (কুলাউড়া উপজেলায়- ৯টি, সদরে- ৬টি, রাজনগরে- ৪টি, কমলগঞ্জে- ৭টি) বাঁধ ভেংগে জেলার ৫টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৯৪টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে ৪০ কিঃমিঃ কাঁচাপাকা রাস্তা, ৫৬০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৪৬০ হেঃ জমির আউশ ধানসহ ৬,৩২২ টি পরিবারের ৩৩,৬০৮ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ২৭,৯২০টি পরিবারের ১,৩৭,৪৯৬ জন, ৮০০ হেঃ জমির আউশ ধান , রাজনগর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৭,১৮০ পরিবারের ২৯,৭৫৮ জন ৯০৫ হেঃ জমির আউশ ধান এবং সদর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ১০,৫০৮টি পরিবারের ৫১,৩৫৩ জন লোকও ১৯৫ হেঃ জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ৫টি উপজেলার সর্বমোট ৩৫টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার ৫৪,০২০ টি পরিবারের ২,৬১,৬৫৩ জন লোক, ৯৪ টি গ্রাম, ৪০ কিঃমিঃ কাঁচাপাকা রাস্তা, ৫৬০ টি কাঁচা ঘরবাড়িসহ ৩,৩৬০ হেঃ জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিঃ

কুলাউড়া- সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। পানিতে নিমজ্জিত কোন রাস্তা নেই। রাজনগর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের কদমহাটা নামক স্থানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে যান চলাচলের উপযুক্ত করা হয়েছে এবং জেলা সদরের সাথে রাজনগর কুলাউড়া উপজেলার যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। ভেংগে যাওয়া সড়কের মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। রাজনগর উপজেলার কালাইগুল এলকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধেঁর ভেংগে যাওয়া অংশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫,০০০ জিও টেক্সব্যাগ স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলায় মোট ১,১৭১ টি নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭টি নলকূপ মেরামত এবং ২৫৬টি নলকূপ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য ২০,৯৫০টি পানি বিশুদ্ধকরণ টেবলেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় কোন ডায়রিয়া বা পানি বাহিত রোগের প্রদুর্ভাব হয় নাই।
মৌলভীবাজার সদর- সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। মৌলভীবাজার-শেরপুর রাস্তা ও মৌলভীবাজার শহরের রাস্তা থেকে বন্যার পানি দ্রুত নেমে গেছে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

রাজনগর- মনু নদীর পানি কমে যাওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে তবে কালাইপুল পয়েন্টে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় উত্তরভাগ ইউনিয়নে বন্যার পানি প্রবেশ করছে। বাঁধ মেরামতের কার্যক্রম চলমান আছে।

কমলগঞ্জ- সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে এ পর্যন্ত ৮ জন লোক মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি উপজেলায় মোট ২১ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা রয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ১৭৪০ জন লোক অবস্থান করছে।

বন্যা দূর্গত এলাকায় জনসাধারণকে জরুরি চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৭৪টি মেডিক্যাল টিম গঠন করে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। মৌলভীবাজার পৌরসভা কর্তৃক শহর রক্ষা বাঁধের ঝুকিঁপূর্ণ অংশে ১৫,০০০ টি বালির বস্তা স্থাপন করা হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত কার্যকর আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৭,৭০০টি জিও টেক্সব্যাগ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নদীর পনি কমতে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বাধঁ দিয়ে নতুন করে আপাতত পানি প্রবেশ করছে না।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জিআর ক্যাশ ১৯,৭৭,০০০/ এবং জিআর চাল ১,৪১১ মে.টন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১,১৭৭ মেঃটন জিআর চাল ও ১৩,৪০,০০০/- জিআর ক্যাশ, শুকনো খাবার ৫০০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় বর্তমানে মজুদ আছে ৬,৩৭,০০০/- জিআর টাকা এবং ৭৫৮ মেঃটন জিআর চাল।

সিলেটঃ

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, সিলেট জানান যে, গত ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এ জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, জৈন্তা, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারসহ ৯টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার এখনও উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে প্লাবিত এলাকার পানি দ্রুত নেমে যাচ্ছে। জেলার ৫১ টি ইউনিয়নের ১,০৫,১০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রে বর্তমানে কোন লোক নাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে এ যাবৎ ২৬৫ মেঃটন জিআর চাল এবং ৩,৮০,০০০/- টাকা ৩০ বান্ডিল ঢেউটিন ও ঢেউটিনের সাথে ৯০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গোয়াইনঘাট ও জৈন্তা উপজেলার বন্যার পানি নেমে গেছে। জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও ওসমানীনগর উপজেলার বন্যার পানি দ্রুত নামতে শুরু করেছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। বন্যার পানিতে ডুবে এ পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

** **পাহাড় ধস/পাহাড়ী ঢলের কারণে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ২৭ জন।**

** দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণের লক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে ২৯টি জেলার অনুকুলে ০১ (এক) কোটি ০৪ (চার) লক্ষ জি,আর টাকা এবং ১৩টি জেলার অনুকুলে ২৭০০ মেঃটন জিআর চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং গত ১৭/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার অনুকুলে ১০ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ মেঃটন চাল এবং ৫,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার এবং ২১/০৬/২০১৮ তারিখে জি.আর ক্যাশ ১০,০০,০০০/- , ১,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন এবং ঢেউটিনের সাথে গৃহনির্মাণ বাবদ নগদ ৩০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি

সমুদ্রবন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।
২৪/০৬/২০১৮ ইং তারিখ সকাল ০১ টা **পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ** নদীবন্দর সমুহের জন্য আবহাওয়ার পুর্বাভাস: রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারিপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চল সমুহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ -পুর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমুহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পুর্বাভাসঃ

খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সেঃহ্রাস পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা ঃ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৬.৩	৩৪.৪	৩৩.৫	৩৩.৮	৩৬.৪	৩৫.৫	৩৭.২	৩৪.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.৩	২৭.৫	২৫.২	২৬.০	২৭.০	২৪.৭	২৬.৬	২৫.৭

দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোর ৩৭.২° এবং সর্বনিম্ন তেঁতুলিয়া ২৪.৭° সেঃ।

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি সমতল বৃদ্ধি পোচ্ছে।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় যমুনানদীর পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে, অপরদিকে পদ্মা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। গংগা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস আগামী ২৪ ঘণ্টায় অব্যাহত থাকতে পারে এবং সিলেট জেলার বিদ্যমান বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় বাংলাদেশের উত্তাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় অঞ্চলসমূহে ভারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশের উত্তাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র তিস্তা,ধরলা,ঘাঘট নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ থেতকে ৪৮ ঘন্টায় বৃদ্ধি পেতে পারে।

অদ্য নিম্নবর্ণিত ৫ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
১	কানাইঘাট	সুরমা	১২.৬৭	-১২	+৪২
২	অমলশীদ	কুশিয়ারা	১৫.০১	-১২	+০৬
৩	শেওলা	কুশিয়ারা	১২.৬৯	-১১	+১৯
৪	শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	৮.২৭	-৪	+২২
৫	দিরাই	পুরাতন সুরমা	৬.১৫	-২	+৩৫

গত ২৪ ঘন্টার উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গতকাল সকাল ৯.০০টা থেকে আজ সকাল ৯.০০টা পর্যন্ত**) :**

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
টেকনাফ	৪৮.৭	বরগুনা	৪৭.০

<u>নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:</u>

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৪	অপরিবর্তিত	০১
বৃদ্ধি	৪৩	তথ্য পাওয়া যায় নাই	০০
হ্রাস	৪৯	**বিপদসীমার উপরে**	**০৫**

<u>বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্যাদিঃ</u> জানুয়ারী/১৮ হতে এ পর্যন্ত সারাদেশে বজ্রপাতে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা= ২৩১ জন।

অগ্নিকান্ড: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা জানান যে, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া যায় নাই।

স্বাক্ষরিত ২৩/০৬/২০১৮
(জি, এম, আব্দুল কাদের)
যুগ্মসচিব(এনডিআরসিসি)
ফোন:৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। মহা-পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রশাসন/ দুব্যক-২/ সমন্বয় ও সংসদ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৯। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। যুগ্ম সচিব (শরনার্থী সেল প্রধান /প্রশাঃ/ সেবা/দুব্যক-১/প্রশিক্ষণ/ আইন সেল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।fax-9145038
১৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৬। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
১৭। উপসচিব (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রশাঃ-১/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------(সকল)
২০। প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও,ঢাকা।
২১। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

২৩। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x**২৪**) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ, **যুগ্ম-সচিব(এনডিআরসিসি), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০,** ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** EMAIL: **ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com**